DhakaTribune
04/07/2018

CUTS International organizes press meet on Tripura-Bangladesh trade

Shilajit Kar Bhowmik

Published at 11:45 pm July 4th, 2018

CUTS International is a premier rights-based organization and a policy think and action tank, based in India with six overseas offices.

Consumer Unity and Trust Society (CUTS) International, India, has organized a press meet in association with the Tripura Chamber of Commerce and Industry in Agartala.

The press meet on Tripura-Bangladesh trade took place on Wednesday.

CUTS International is a premier rights-based organization and a policy think and action tank, based in India with six overseas offices.

CUTS International Director, Bratindra Bhattacharya, said: ""Bilateral trade flows between India and Bangladesh, which is a bit more than USD 6 billion, can be quadrupled if proper infrastructure is put in place. It would also be possible upon the removal of non tariff barriers as well as many other trade obstacles."

"We need to lay special focus on promoting trade in agricultural products by way of identifying the comparative advantages of each country, and measures need to be taken, to facilitate imports of potatoes from Bangladesh whenever there is a need," added Bratindra Bhattacharya.

Bratindra Bhattacharya also spoke about a CUTS International study on "Creating and Enabling an Inclusive Policy and Political Economy Discourse for Trade, Transport, and Transit Facilitation in and among Bangladesh, Bhutan, India and Nepal (BBIN)," sponsored by the United States Department of Commerce.

The study has been carried out in keeping with the opportunities arising out of the BBIN Motor Vehicle Agreement (MVA), which was signed by the transport ministers of these four countries in Bhutan, on 2015.

The MVA is likely to provide the much-needed boost to the Tripura-Bangladesh trade. The agreement is expected to reduce the costs being incurred at present by way of shortening distances between Agartala, Chittagong, Kolkata, and Siliguri.

President of the Tripura Chamber of Commerce and Industry, Moti Lal Debnath, attended the press conference, among others.

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স

TRIPURA PREMIER ENGLISH DAILY OF TRIPURA
OBSERVER

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

RNI 53832/93 I AGARTALA I THURSDAY I 5TH JULY 2018 I POSTAL REGI. NO. AGT/NE-1027 I PHONE : 232-3508/Mobile-9436127693 I FAX: (0381) 232-3508 I tobserver.nath@gmail.com I Rs 3.00

CUTS STUDY: NTBs should be addressed fast

Tripura-Bangla trade boosts by fourfold

By Our Reporter

Agartala: Jul 04. The trade volume between India and Bangladesh using one of the accredited BBIN corridors of Agartala-Comilla-Chittagong which is also considered as one of the naturally attended gateway for South East Asia, could be multiplied by four times of the present if the NTBs (Non Tariff Barriers) could be addressed at the earliest, informed CUTS International Director Bratindra Bhattacharya, while addressing a press conference here in Agartala on Wednesday, organized jointly by Tripura Chamber of commerce and CUTS international.

Consumer Unity and Trust Society abbreviated as CUTS, is an international organization which conducts research and review expeditions over the consumer affairs. And factually on the broader issues that has passive or active intimacies with trade and consumer relations.

Meanwhile, an international treaty on motor vehicle operation was agreed among India, Bangladesh, Bhutan and Nepal in the year of 2015 which was entitled as BBIN. As per the treaty, altogether 8 corridors that could be used as the nexus points for infiltration to each country, Tripura-Bangladesh gateway was one of them.

Bhattacharjee, also further said, though the three year old treaty could not be succeeded due to sheer lack cooperation of Bhutan, the rest of the countries in 2017 shown green signal to enhance the curriculum excluding the other partner and the CUTS international is appointed to file a observatory report to both the Asian Development Bank and US Chamber of Commerce over the impact of this trilateral agreement. Pointing out some of the crucial outlines that are acting as major problems for the Indo-Bangla trade through Tripura, Bhattachrjee claimed, "the local supervision should be given to enhance productivity of the state otherwise; no fruitful turnover could be assimilated, even after being

রাজ্যে বাণিজ্যক্ষেত্রে উন্নয়নে পাশে দাঁড়াতে চায় কাটস

সংবাদ প্রতিনিধি

আগরতলা, ৫ জুলাই ঃ বাংলাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরার বাণিজ্যক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ত্রিপুরা তথা আগরতলা অবস্থানগত কারণে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হতে পারে। রাজ্যে উন্নয়নের জোয়ার আসতে পারে। তবে এক্ষেত্রে বহু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়মকানুনের নানা বেড়াজাল রয়েছে। তারচেয়ে বড় কথা, রাজ্যে উৎপাদন শিল্প প্রায় কিছুই নেই। রাজ্যের আনারস, কাঁঠাল এবং অন্যান্য কাঁচামাল কাজে লাগাতে পারলে ত্রিপুরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য হাব হতে পারে। তার জন্য আরও অনেক দূর যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজন রয়েছে উদ্যোগের। সিইউটিএস তথা কাটস ইন্টারন্যাশনাল আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে এসব প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয় বুধবার দুপুরে স্থানীয় একটি বেসরকারী হোটেলের সভাগৃহে আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে কাটসের অধিকর্তা ব্রতীন্দ্র ভট্টাচার্য বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ২০১৫ সালে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান পরিবহণ ক্ষেত্রে এক চুক্তি সম্পাদন করে। ভুটানের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে এ চুক্তি কার্যত হিমঘরে পড়ে থাকে। এ বছর জানুয়ারী মাসে চুক্তিটি কার্যকরের সিদ্ধান্ত নেয় ভারত, বাংলাদেশ ও নেপাল। এর জন্য মোট ১৩টি রাস্তা তথা করিডর নির্দিষ্ট করা হয়। এর অন্যতম আশাউড়া ও কুমিল্লা হয়ে আগরতলা-চিটাগাং করিডর। এরপর আগরতলা তথা রাজ্যের অবস্থান এবং অবস্থা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে আগরতলার সঙ্গে বাংলাদেশের সড়কপথে বাণিজ্য বৃদ্ধির পরিকাঠামোগত তিনটি অন্তরায় রয়েছে। এর অন্যতম সাধারণ রাস্তাঘাট। এছাড়া উভয় দেশের নিয়মনীতি ও ডিজিটাল পরিকাঠামোর ঘাটতি রয়েছে। তিনি বলেন, এ চুক্তির প্রভাব নিয়ে কাটসের তরফে বাণিজ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যুক্ত ১০টি গোষ্ঠীর সঙ্গে কথা বলা হয়েছে।

এর মধ্যে রয়েছে ব্যবসায়ী, পরিবাহক, শ্রমিক ও চাষি। তিন দেশের মধ্যে চুক্তির নানাদিক নিয়ে মোট ৫০টি সভা হবে। মঙ্গলবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয় প্রথম সভা। এ প্রসঙ্গে ত্রিপুরা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইণ্ডাস্ট্রির সভাপতি এম এল দে বলেন, ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরার বাণিজ্য শুরু হয়েছে। তিনি জানান, বাংলাদেশ থেকে আলু, লাউ, কুমড়ো ইত্যাদি বিভিন্ন সবজি আনার চেষ্টা চলছে বহুদিন থেকে। ত্রিপুরা থেকেও বাংলাদেশে বিভিন্ন সামগ্রী পাঠানোর উদ্যোগ রয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের নিয়মনীতির কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে প্রসার হচ্ছে না বাণিজ্যের। লাভবান হচ্ছেন না রাজ্যবাসীরা। তিনি এ বিষয়ে রাজ্যের নয়া সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

আগরতলায় উন্নত ব্যবস্থার স্থলবন্দর ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট হওয়ার পর ত্রিপুরার দিক থেকে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির বদলে কমছে। এর পেছনে আসল কারণ রাজ্যের নিজস্ব উৎপাদন শিল্প প্রায় শূন্যের কোঠায় রয়েছে। রাজ্যের নিজস্ব উৎপাদিত সামগ্রী না থাকায় বাণিজ্যে অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে না। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির বিভাগীয় প্রধান আশিস নাথ এ বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, এ রাজ্যের আনারস, কাঁঠাল ইত্যাদির মাধ্যমে প্যাকেটজাত সামগ্রী উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তা করা গেলে ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশ, মায়ানমারের বাণিজ্যের সুযোগ অনেকটাই বেড়ে যেতো। এ রাজ্য সহ পুরো উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ওষুধি গুণসম্পন্ন কাঁচামাল সহ বহু কাঁচামাল রয়েছে। রয়েছে পর্যটন ক্ষেত্র। তা কাজে লাগানো গেলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অগ্রগতি সম্ভব। একই সঙ্গে ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরার মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চল আক্ষরিক অর্থেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হয়ে উঠতে পারে। ভারত সরকারের পুবে তাকাও এবং পুবে কাজ কর নীতিরও বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হতে পারে। এ লক্ষ্য রূপায়ণে তৎপর কাটসও।

Tripura Sambad, 04072018